প্রথম বর্ষ

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র স্মারক বক্তৃতা

বিষয়: ইতিহাসের পাতায় শান্তিপুরের দিনলিপি

বক্তা : **ড. শেখর ভৌমিক**

ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শুক্রবার, বেলা ১২.৩০, স্মার্ট ক্লাস-রুম, শান্তিপুর কলেজ

উদ্যোগ: শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদিয়া

ড. ব্রজকিশোর গোস্বামী
সভাপতি, পরিচালন সমিতি, শান্তিপুর কলেজ

ড. সুব্রত রায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শান্তিপুর কলেজ

শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের মহৎ স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয় করে রাখতে শান্তিপুর কলেজ পরিচালন সমিতি গত ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রতি বছর তাঁর স্মরণে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। সেই মহতী উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার, বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শান্তিপুর কলেজের স্মৃতি ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম বার্ষিক পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র স্মারক বক্তৃতা। উক্ত অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট আঞ্চলিক গবেষক ড. শেখর ভৌমিক। এই প্রয়াসকে সার্থক করে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র

১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র শান্তিপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৫ সালের ২৩শে জুলাই জন্ম নেওয়া এই খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ কংগ্রেস এবং গণপরিষদের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও ১৯২১ সালে তিনি পেশা ছেড়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাবে বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াই তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে; নেতাজির নতুন দলের নাম 'ফরওয়ার্ড ব্লক' রাখার প্রস্তাবও তাঁরই দেওয়া। ১৯৪৬ সালে তিনি অস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং পরে গণপরিষদে যোগ দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে যুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের সংসদের প্রথম অধিবেশন তাঁর ও সুচেতা কৃপালনির কণ্ঠে 'জনগণমন' ও 'বন্দেমাতরম' দিয়ে শুরু হয়। শান্তিপুর কলেজ ও পুরাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্য-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২৫শে জুলাই মাত্র ৫৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

অধ্যাপক শেখর ভৌমিক

বর্তমান ভারতবর্ষে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে যাঁরা গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইতিহাসবিদ শেখর ভৌমিক। প্রায় সতেরো বছর মহিষাদল রাজ কলেজে অধ্যাপনার পর ২০১৪ সালে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে যোগ দেন এবং বর্তমানে সেই কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক ইতিহাসকেন্দ্রিক বহু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ *বাঁকুড়া: একটি ছোট শহরের নির্মাণ*—যেখানে একটি ছোট শহরের গঠন, সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তাঁর সম্পাদিত *ইতিহাসচর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা, বাংলার শহর* ইত্যাদি গ্রন্থও গবেষক মহলে সমাদৃত। উড়িষ্যার পাণ্ডাদের অজানা ইতিহাসও তাঁর গবেষণায় উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক কালে নারী ইতিহাস নিয়ে তাঁর দুটি আলোচিত গ্রন্থ— *অবগুণ্ঠিতা: উনিশ শতকে বাংলার অখ্যাত মেয়েদের কথা* এবং *বাংলার রানি: দেবী চৌধুরানী থেকে স্বর্ণময়ী*—পাঠকমহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। শিক্ষক, গবেষক ও লেখক হিসেবে শেখর ভৌমিক আজ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম। তাঁর কাজ প্রমাণ করে যে ইতিহাস শুধু বৃহৎ সাম্রাজ্য, রাজনীতি বা মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং গ্রামীণ সমাজ, প্রান্তিক মানুষ ও শহুরে জীবনের ছোট ছোট ঘটনার ভেতর দিয়েও ইতিহাস নির্মিত হয়। তাঁর গবেষণা আঞ্চলিক ইতিহাসকে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং বাংলার ইতিহাসচর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।